দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন

দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

হাদীর হত্যাচেষ্টা ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদীর ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে দর্শনা রেলবাজার মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনা প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক (চুয়াডাঙ্গা জেলা) আবিদ হাসান রিফাত, সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব তন্ময় হাসান, তৌহিদ, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আজহারুল ইসলাম সোহান, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) সোহেল পারভেজ, জীবননগর উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ও জেলা এসসিপির সদস্য জুবায়ের হোসেন, শান্ত, অনিক, রাতুল, রাকিব, চিকু, তুহিন, রাজুসহ আরও অনেকে।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, হামলাকারীদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আল্টিমেটাম দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা বলেন, ওসমান হাদীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে টার্গেট করে গুলি করা হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ওসমান হাদীর ওপর এই হামলা সন্ত্রাসীদের সুপরিকল্পিত কাজ।

তারা আরও বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র

হাদীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় জুলাই যোদ্ধারা চুপ করে বসে থাকবে না, আবারও মাঠে নামবে। প্রয়োজনে আরও একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটবে।
বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সাথে এমপি প্রার্থী খান বাবুর নির্বাচনী বৈঠক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সঙ্গে নির্বাচনী বৈঠক করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলোর কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমন্বয়কদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে সমন্বয়কদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দায়িত্বও তাদের হাতে তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সমন্বয়কদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ডাকবাংলো চত্বরে উপস্থিত নেতা- কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজেদের এলাকায় সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, “নেতা-কর্মীরা কে কী করছেন, সব খবরই আমার কাছে রয়েছে। আমি দেখতে চাই, পৌর এলাকার সব নেতা-কর্মী মাঠে থেকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন কি না।”

তিনি নির্দেশনা দিয়ে বলেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখে এখন ধানের শীষ প্রতীকের ভোটের লিফলেট বিতরণ করতে হবে। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। সারিবদ্ধভাবে সিনিয়র নেতারা সামনে এবং অন্যরা পিছনে থেকে লিফলেট বিতরণ করবেন।

পরে তিনি দর্শনা পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দর্শনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, শ্রমিক দলের নেতা শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক ও সাবেক দর্শনা সরকারি কলেজের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, প্রভাষক মশিউর রহমান, লুৎফর রহমান, জালাল হোসেন লিটনসহ ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা।

দর্শনার গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীর পথ সভায়

ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টা থেকে চুয়াডাঙ্গা ২ নির্বাচনী এলাকা দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন তিনি। পরে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নের আরও ৮ স্থানে পথসভা করেন বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার..রাষ্ট্র সবার। ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না..একই সাথে ধর্ম নিয়ে আমরা কোনো ব্যবসা করতে চায় না। একেবারে পরিষ্কার বিষয়। ধর্মকে ব্যবহার করে আমরা রাজনীতি করতে চায় না। এটাই বিএনপির রাজনীতি। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বার বার সংগ্রাম করেছেন দেশের মানুষের অধিকারের জন্য। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী বাবু খান বলেন, আমরা অতীতে সেকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অধিকাংশই পালন করেছি। আমরা কখনোই বলি নাই যে, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ১০০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে। আমরা

যা প্রতিশ্রুতি দিই, অধিকাংশ পূরণ করার চেষ্টা করি।

বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, আপনাদের দাবির ভেতরে নাই, কিন্তু আমরা যেটা বলি..সেটা হচ্ছে কৃষির উন্নয়ন। অত্র অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হলো আমাদের প্রতিশ্রুতি। সেটা আমরা করব। আমরা আরও একটি প্রতিশ্রুতির কথা বলি যেটা হচ্ছে নতুন ধারণা, যেই ধারণা অত্র অঞ্চলে নাই সেটা হচ্ছে এই…মোবাইল হাসপাতাল। এখান থেকে অনেক দূরে হয়তো হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু মৌলিক যে পরীক্ষা, সেগুলো বাসের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থার থাকবে। সেই বাসটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়ন ঘুরাঘুরি করবে। যারা প্রয়োজন মনে করেন.. একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ এই হাসপাতালগুলোতে যেয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করাতে পারবেন। সেই উদ্যোগ আমরা নেব।

বাবু খান বলেন, ধানের শীষের প্রতি আপনাদের অতীতে সমর্থন যেভাবে ছিল আমরা চায় সেইভাবে ধানের শীষের প্রতি আপনাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা উপহার দেব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহ-সভাপতি আক্তার হোসপন, সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির মহাব্বত আলী, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

দর্শনায় আনছার-ভিডিপির মৌলিক

প্রশিক্ষণ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে একযোগে ৫ম ধাপে আনছার-ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে দর্শনা কলেজ বিজ্ঞান ভবনে ১০ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী আনছার ও ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে আনছার ও ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে আনছার ও ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন সারজিদ হোসেন ও হুমায়ুন কবির। এছাড়া দলনেতা হিসেবে এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন সৌরভ, রোজিনা খাতুন ও আমেনা খাতুন।

দর্শনায় বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থকের জামায়াতে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার দর্শনায় লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগের ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা যোগদান করেন। গতকাল রোববার বিকেলে দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের একটি মাদ্রাসায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতির একটি

ভিশন আছে। আমাদের রাজনীতি যেনতেনো নয়। আমাদের দর্শন শুধু ভোটাভুটি না। আসমান-জমিন সবকিছু আল্লাহর, তাই এখানে আইন চলবে আল্লাহর। আমরা সকল জায়গায় আল্লাহর আইন ও বিধান কায়েম করতে চাই। সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ নয়, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। আল্লাহর বিধান চালু হলে দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি মিলবে। ৫ তারিখের পরে আমাদের পেশা পরিবর্তন হয়নি, আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। কিছু মানুষ আলাদিনের চেরাগ পেয়েছে। আমরা টাকা ইনকামের জন্য রাজনীতি করি না। আমরা মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চাই, সত্যের পথে থাকতে চাই। জামায়াতের কর্মীরা সবাই চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত। আমরা বলতে পারি আসুন আখিরাতের চিন্তা করে দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে বসবাস করি। তিনি বলেন, সব দল দেখা শেষ দাঁড়িপাল্লার বাংলাদেশ।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম মাস্টার, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আবুল কালাম, তিতুদহ ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি লিটন হোসেন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সভাপতি শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মাসুদুর রহমান, ইউনিয়ন টিম সদস্য আলমগীর হোসেন, হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহাবুব হাসান। যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার।

লালনভক্ত বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ ১০২ জন কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

দর্শনার তিতুদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর রফিজ উদ্দিন মাস্টার জানান, লালনভক্তরা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করেছেন। লালনভক্তরা লালনের কৃষ্টি–কালচারের মধ্যে দিন-দুনিয়া এবং ইসলামের কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে ইসলাম ও আল্লাহকে বুকে ধারণ করে যোগদান করেছেন। তাদের পাশে তারা সর্বদা থাকবেন। আজ ১০২ জন যোগদান করেছেন।

দর্শনায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া

দর্শনায় জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে আছরের নামাজের পর দর্শনা মুক্তমঞ্চে এ দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। দলের নেতা-কর্মীরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা কেন্দ্রী জামে মসজিদের পেশ ইমাম জুনাইদ আল আজাদ।

দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান, সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, মাহবুবুর উল ইসলাম খোকন, রেজাউল হক, জেলা শ্রমিকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ ফারুখ, আব্দুল মান্নান, সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি তোফায়েল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতন, শ্রমিক নেতা আলমগীর হোসেন, আলাউদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের মান্নান মাষ্টার, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মুফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ, সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল হামিদ। সেখানে আরও দলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীও উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ট্রাক মালিক গ্রুপ

আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ

দর্শনা থানা ট্রাক মালিক ও শ্রমিক ট্রান্সপোর্ট প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় এবং ট্রাক মালিক গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় কেরু অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত পরিচিতি সভা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের আহ্বায়ক এনামুল হক শাহ মুকুল।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আরিফ হোসেন জোয়াদ্দার সোনা। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মামুন-উর-রশিদ টনিক। তিনি ট্রাক মালিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কথা তুলে ধরে বলেন, “আমাদের ১৭ জনের কমিটি। জেলার মালিকদের ট্রাক নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থেকে সেই সমস্যার সমাধানে কাজ করে যাব।”

জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি আরিফ হোসেন জোয়াদ্দার বলেন, “আমরা জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ সবসময় মালিকদের স্বার্থে নিয়োজিত ছিলাম। আগামীতেও ট্রাকের যেকোনো বিপদ-আপদে মালিকদের পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চাই।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, রফিকুল ইসলাম, মোর্শেদ লিংকন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা ট্রাক ও ট্র্যাক্টর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আকবর আলী, রজ্জাক মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা থানা ট্রাক মালিক গ্রুপের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম তরফদার সোহেল।

জামায়াত ক্ষমতায় আসলে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা জামায়াত আয়োজিত মহিলা সমাবেশে জেলা আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনীতি করার অপরাধে আমাদের ৫৫০ জন ভাই-বোন ও ছাত্রকে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে। অসংখ্য ছাত্রকে তারা গুম করেছে। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু আমরা বিজয়ী হওয়ার জন্য করছি না; বরং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীতে বাংলাদেশে ইসলামের রাজ কায়েমের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতনের অবসান হবে।

গতকাল শনিবার দর্শনা অঙ্কুর আদর্শ স্কুল মাঠে দর্শনা থানা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি রাশেদুন নাহার ববিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা আমীর রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ নির্যাতনের পর এমন সময়ে আমরা নির্বাচনী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায় না, একজন বোন তার ভাইকে খুঁজে পায় না, একজন বাবা তার সন্তানকে খুঁজে পায় না।

জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে সবার আগে মহিলাদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই মহিলাদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ মহিলাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইসলাম মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায় এটা মিথ্যা প্রচারণা।

জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কন্যাসন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করা

হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক, জামায়াতের জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের। সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংগঠনিক থানা শাখার আমীর মাওলানা রেজাউল করিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপু, থানা সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম, এবং পৌর শাখার সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মহিলা নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনায় ৮৮তম আখ মাড়াই শুরু কেরু অ্যান্ড কোম্পানির

দেশের ঐতিহ্যবাহী বড় চিনিকল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ৬৩ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ৮৮তম আখ মাড়াই মৌসুমের কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার সময় চিনিকলের ক্যান ক্যারিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এর আগে মিলের ক্যান ক্যারিয়ার প্রাঙ্গণে চলতি আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. রেজাউল হক।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন,

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাব্বিক হাসান, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ মাড়াই দিবসে ৭২ হাজার ২৩৫ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৬৮৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭২ মাড়াই দিবসে ৭৬ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২৫৬ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন। মিল চালুর পর থেকে ৮৮টি মৌসুমেই লোকসান হয়েছে, ফলে মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ ৫১ হাজার ৩৪৫ টাকা। পরে ৮ জন আখচাষীর মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান।

প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মিল হাউজে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে চিনিকলটিকে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এতে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়বে। তবে এলাকায় আখ চাষ ক্রমাগত কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছে দেশের এই ঐতিহ্যবাহী চিনিকলটি। চাষিদের দাবির প্রেক্ষিতে মৌসুমে আখের ক্রয়মূল্য বাড়িয়েছে সরকার। এবার প্রতিমণ (৪০ কেজি) আখের মূল্য ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও চিনির মূল্য বেড়েছে, তবে আশানুরূপ হারে আখের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি বলে অভিযোগ আখচাষীদের। তারা আখের মূল্য আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

চিনি আহরণের হার ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ ধরা হয়েছে। মিলটি দৈনিক ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করবে। ৭২ থেকে ৭৫ দিন মিল চালু থাকবে। মিলজোন এলাকায় এবার আখ রয়েছে ৫ হাজার ৫৬২ একর জমিতে। এর মধ্যে চিনিকলের নিজস্ব খামারে ১ হাজার ৬২৫ একর এবং চাষিদের ৩ হাজার ৯৩৭ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া। দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজ্জোহা আজাদী। অনুষ্ঠানে মিলের কর্মকর্তা ও আখচাষীরা উপস্থিত ছিলেন।